জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস

৯ আগস্ট, ২০১২

“জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবসের অঙ্গীকার
নিশ্চিত করি জ্বালানীর সাশ্রয়ী ব্যবহার”

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২৫ শ্রাবণ ১৪১৯
০৯ আগষ্ট ২০১২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও 'জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস' বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

জ্বালানী খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্বালানী নিরাপত্তা গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন। এ মহান নেতা ও রাষ্ট্রনায়কের দূরদর্শিতার ফসল হিসাবে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন সরকার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানীর নিকট হতে দেশের ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মালিকানা অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে ক্রয় করে নেয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ সকল গ্যাস ক্ষেত্র পরবর্তীতে হয়ে উঠে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। গ্যাসের উপর নির্ভর করে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সার কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমি আশা রাখি দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন নতুন উৎসের সন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির যে কার্যক্রম চলছে তা আরো বেগবান হবে।

আমি আজ জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। একই সংগে জ্বালানীর অপচয় রোধ করে এর যথাযথ এবং সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সমগ্র দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস ২০১২' এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে সকল যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন – তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট বিদেশী তেল কোম্পানী 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড'-এর মালিকানাধীন দেশের ৫টি গ্যাস ফিল্ড নামমাত্র মূল্যে বাংলাদেশ সরকার ক্রয় করে। ফলে বিদেশী কোম্পানীর অধীন দেশীয় গ্যাস সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিবছর ০৯ আগষ্ট জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস পালন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত অনুসন্ধান, উত্তোলন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে পর্যায়ক্রমে নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তবে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাস ও আমদানীকৃত তরল জ্বালানীর সর্বোত্তম সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপচয় রোধ নিশ্চিত করা না গেলে জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়ী এবং সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস ২০১২ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

চেয়ারম্যান
বিইআরসি

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপন করছে। সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। অনুধাবন করেছিলেন জ্বালানী নিরাপত্তার অপরিহার্যতা। তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে দেশ ও জনগণকে এগিয়ে নিতে জ্বালানীর গুরুত্ব। দেশের জ্বালানী সমস্যা সমাধানে এই দিনে শেল অয়েল কোম্পানীর কাছ থেকে আনুমানিক ১৭.৮৬ কোটি টাকায় পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করেন, যার বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। জাতির জনকের এই দূরদর্শীপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তার নির্ভরস্থল হয়ে ওঠে যা বাংলাদেশের জ্বালানী নিরাপত্তা অর্জনের পথে মাইলফলক হয়ে আছে।

জ্বালানী একটি দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সার্বিক জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং কূপ খননের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। চেষ্টা করে যাচ্ছে সম্ভাব্য সব রকম উৎস থেকে পর্যাপ্ত, নির্ভরযোগ্য এবং নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে।

এনার্জি খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, উক্ত খাতে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (কার্যকর ২০০৪) এর মাধ্যমে এ কমিশন প্রতিষ্ঠিত। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেটে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে, আইনে প্রদত্ত দায়িত্বাবলীর আলোকে বিইআরসি সহায়ক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন-দেশবাসীর স্বপ্ন ২০২০ এর সকলের জন্য বিদ্যুৎ। এজন্য দরকার পর্যাপ্ত, নিরাপদ, মানসম্পন্ন, সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন আমাদের সকলের স্বপ্ন ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ বাংলাদেশ। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে অগ্রণী ভূমিকা অপরিহার্য। বিইআরসি ইতোমধ্যে জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এনার্জি অডিট কার্যক্রম শুরু করেছে। নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ জ্বালানী ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড। উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সঠিক পরিসংখ্যান। বিইআরসি জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতে প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও হালনাগাদ পরিসংখ্যান সংকলনের কাজ হাতে নিয়েছে।

আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি জ্বালানী নিরাপত্তা দিবসে তাৎপর্য অনুধাবন করে সকলে জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা অর্জনে জ্বালানী সম্পদের সাশ্রয়ী ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপচয় রোধে সচেষ্ট হবেন। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে তাদের এ মহতী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন। দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ ইউসুফ হোসেন

জ্বালানী খাতে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ও মহাজোট সরকারের সাফল্য

অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর
চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

জ্বালানী নিরাপত্তা দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য ঃ আজ ৯ আগস্ট, ২০১২। জ্বালানী খাতের জন্যে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিবসটি এখন "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস" হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছে। কেন এ দিবসটিকে মহাজোট সরকার এত গুরুত্ব দিয়েছেন ? এর পেছনে রয়েছে জাতির জনকের দূরদর্শিতাপূর্ণ মহান অবদান। ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি। মুজিব মানেই বাংলাদেশ, বাঙ্গালী কৃষ্টি ও জাতিসত্ত্বা, সবুজের মাঝে লাল সূর্য খচিত স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের পত পত উড়ন্ত জাতীয় পতাকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির মজবুত ভিত রচনা কল্পে প্রথমেই তিনি জ্বালানী খাতকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই পাকিস্তানের বন্দী জীবনে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মুক্তি লাভের পর বাংলাদেশে পদার্পন করার মাত্র দুই মাস ষোল দিনের মাথায় জ্বালানী সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিনারেল, অয়েল এন্ড গ্যাস করপোরেশন সংক্ষেপে 'বিএমওজিসি' গঠন করেন। পরবর্তীতে ঐ কর্পোরেশনই বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন যা সংক্ষিপ্তভাবে 'পেট্রোবাংলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। সোনার বাংলা গড়ে তোলা ছিল জাতির জনকের মহান ব্রত। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপ দেয়া ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে হবে। তাই দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ হতে পারে জাতীয় সমৃদ্ধির একমাত্র সোপান। ভূগর্ভের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হবে এ দেশের জনগণ । এ প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা জনগণের হাতে তুলে দিয়ে তিনি তা' সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করেন। এ অঞ্চলে ১৯০৮ সাল থেকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৭৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত মাত্র ২৮টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয় এবং ৮টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। তন্মধ্যে পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানী কর্তৃক এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র, যথাঃ তিতাস, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্রই ছিল বৃহদাকার এবং মজুদের পরিমান ছিল অনেক বেশী। কিন্তু মালিকানা ছিল শেল ওয়েল কোম্পানীর হাতে। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুকৌশলে ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট জীবনাবসানের মাত্র ৬ দিন আগে তাদের মালিকানাধীন এ ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র এবং তিতাস গ্যাস কোম্পানির সকল শেয়ার নামমাত্র মূল্যে (৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড ষ্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকা) ক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসেন। প্রাক্কলিত ও প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী এ পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস ইনিশিয়াল ইন পজিশন (জিআইআইপি) অনুযায়ী গ্যাসের মোট মজুদ ২০.৭৯ টিসিএফ, যা দেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত মোট গ্যাস মজুদের শতকরা ৫৫ ভাগ। উত্তোলনযোগ্য (প্রমাণিত+সম্ভাব্য) গ্যাস মজুদের পরিমান ১৫.৪২ টিসিএফ। জুন, ২০১২ পর্যন্ত উত্তোলিত হয়েছে ৭.১৩ টিসিএফ এবং অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৮.২৯ টিসিএফ। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে শুধুমাত্র তিতাস ও হবিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র হতে দৈনিক মোট ৬১.৯০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হ'ত। সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে উক্ত ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে কমবেশী দৈনিক ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে, যা বর্তমানে দৈনিক সর্বমোট গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৪৩% এবং বর্তমান বাজার দরে এর আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি টাকা। শেল ওয়েল কোম্পানীকে কিস্তিতে পরিশোধিত ১৭.৮৬ কোটি টাকার অর্জিত গ্যাস সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৬৫ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ তৎকালীন পরিশোধিত মূল্য হতে প্রায় নয় হাজার গুণ বেশী। অবশ্য বর্তমানে রাষ্ট্রিয় কোম্পানী বাপেক্সের মাধ্যমে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করার ফলে গ্যাসক্ষেত্রগুলো আরও বিশালাকার রূপ নিচ্ছে যার বর্ধিত সঠিক মূল্য এ মুহূর্তে নিরূপন করা কঠিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪১ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারের আমলে এ দিবসটি যথাযোগ্য রাষ্ট্রিয় মর্যাদা পেল। তাই এ ঐতিহাসিক দিবসটি এখন "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস"। পেট্রোবাংলা তথা জাতি মহাজোট সরকারের এ সিদ্ধান্তকে চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবে।

গ্যাস চাহিদা ও বর্তমান অবস্থা ঃ জ্বালানী যে কোন দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। বর্তমানে বিশ্বে জনপ্রতি জ্বালানী ব্যবহারের হার ঐ দেশের উন্নয়নের নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহারের কারণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবেশ বান্ধব, মূল্য সাশ্রয়ী এবং ব্যবহারিক সুবিধার কারণে দেশে এর চাহিদা ক্রমাগত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত মোট ২৫টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৮৪টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ২২০০ মিলিয়ন ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। অপরদিকে, দেশে বর্তমান গ্যাস চাহিদা প্রায় দৈনিক ২৫০০+ মিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাসের সরবরাহ ঘাটতি মোকাবেলায় সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় মহাজোট সরকারের সময়কালে গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন ৫৯৩ মিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রোবাংলার ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত অধিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা যায়নি। বর্তমানে দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানীর শতকরা ৭৩ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস হতে মেটানো হচ্ছে। উৎপাদিত মোট গ্যাসের ৪২% গ্রীড বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ১৬% ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশনে, ১৭% শিল্প খাতে, ১২% আবাসিক খাতে, ৭% সার উৎপাদনে, ৫% সিএনজি, ১% বাণিজ্যিক খাতে ও ০.১% চা-বাগানে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে, দেশে প্রতি বছর গ্যাসের চাহিদা ৭% হারে বাড়ছে। বিগত সরকার এর আমলে চাহিদার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়নি বলেই আজকের এ গ্যাস সংকট। অনাকাংখিত এ সংকট মোকাবিলার জন্যই আজ বিপণন কোম্পানিগুলোর সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে হয়েছে। পাশাপাশি অনুসন্ধান, উৎপাদন ও সঞ্চালন কোম্পানিগুলোকে আরও গতিশীল করে তোলা হয়েছে। ফলে গ্যাস উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় বিপণন কোম্পানির বিধিনিষেধগুলো ধীরে ধীরে শিথিল করা হচ্ছে। আশা করা যায় ২০১৫ সালের মধ্যেই জাতি গ্যাস সংকট থেকে মুক্তি লাভ করবে। প্রকৃতি নির্ভর গ্যাস প্রাপ্তির কর্মকাণ্ড প্রযুক্তিগত কারণেই যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি অনিশ্চিয়তায় ভরপুর। তাই সবাইকে সংকট মোকাবিলার জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন ঃ জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তার স্বার্থে দেশে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার কোন বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ও অনুপ্রেরণায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে শক্তিশালী করার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অতীতে বাপেক্স তাদের ২৪ থেকে ৩২ বছরের পুরনো রিগ দ্বারা খনন কার্যক্রম পরিচালনা করত। বর্তমান সরকারের আমলে ২টি রিগ ক্রয় করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ১টি রিগ 'বিজয়-১০' দ্বারা উৎপাদন কূপ খনন কাজ শুরু হয়েছে। অপর ১টি রিগ 'বিজয়-১১' ওয়ার্ক ওভার রিগের ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় আরও ১টি ড্রিলিং রিগ 'বিজয়-১২' ক্রয়ের সকল প্রক্রিয়াও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২-ডি সাইসমিক সার্ভের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের আমলে মোট ০৮টি স্ট্রাকচার সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যথাঃ সুনেত্র, শ্রীকাইল, কাপাসিয়া, রূপগঞ্জ, বাজিতপুর, মদন, মোবারকপুর ও সুন্দলপুর। তন্মধ্যে, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইলে অনুসন্ধান কূপ খনন সম্পন্ন করে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হলেও কাপাসিয়া ক্ষেত্রটি থেকে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ পাওয়া যায়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর হতে অদ্যাবধি দৈনিক ৫৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে। তন্মধ্যে পূর্ব হতে উৎপাদিতব্য কোন কোন কূপে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্টযুক্ত উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস এবং সরবরাহের অপেক্ষায় আছে এরূপ গ্যাসের হিসাব ব্যতিরেকে নীট ৪৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেখানে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২-ডি সাইসমিক সার্ভে করা হয়েছে ২৯৮ লাইন কিলোমিটার, সেখানে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৪৫০ লাইন কিলোমিটার এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের ২৮২ লাইন কিলোমিটার সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। অতীতে জাতীয় কোম্পানীর মাধ্যমে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে করা হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ব্যবহার করে ৭০৫ বর্গ কিলোমিটার ৩-ডি সার্ভে করা হয়েছে (রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও সিলেট গ্যাস ক্ষেত্র)। বর্তমানে ২-ডি ও ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে কাজে বাপেক্সের ২টি টীম একসাথে মাঠে কাজ করছে। পূর্ববর্তী দু'টি সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০০১-০৮ পর্যন্ত আট বছরে যেখানে মোট ৪টি কূপ ওয়ার্কওভার করা হয়েছে, সেখানে বর্তমান সরকারের আমলে ১২টি কূপ ওয়ার্কওভার করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ৪টি রিগ একসাথে খনন কাজ করছে। দ্রুত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাশিয়ার গ্যাজপ্রম-এর সাথে ১০টি কূপ খনন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো সিলেটের মুচাইতে গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দৈনিক প্রায় ১২০ মিটার ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। অপর ২টি কম্প্রেসর (এলেঙ্গা ও আশুগঞ্জ) স্থাপন করা হলে অপেক্ষমান গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্যাসের চাপ সমস্যার সমাধান হবে, অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে গ্যাস পরিবহণ সুগম হবে। এলএনজি আমদানীর মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন সিএফটি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

কয়লা উৎপাদন ঃ জ্বালানী উৎস বহুমুখী করণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গ্যাস সেক্টরের পাশাপাশি কয়লা খাতকেও শক্তিশালী করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মোট প্রাক্কলিত মজুদ ৩,৩০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এর মধ্যে শুধুমাত্র বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে কয়লা উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত কয়লার প্রায় ৬৫% খনিমুখে স্থাপিত দেশের একমাত্র কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট কয়লা বেসরকারী খাতে ইটখোলা, ষ্টীল মিল, চা-শিল্প এবং গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মোট ২৫৯৫১৯৬.৪৩ মেট্রিকটন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। বিগত ২০০৭-০৮ সালের বার্ষিক কয়লা উৎপাদন ছিল ৬.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১১-১২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন-এ উন্নীত করা হয়।

গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন সংক্রান্ত অগ্রগতি ঃ বর্তমান সরকারের আমলে রাজশাহী মহানগর ও তদসংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের (১ ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত) মোট ২৮০ কি.মি. গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মনোহরদী হতে ধনুয়া (দু'টি রিভার ক্রসিং-এর কাজ চলছে) এবং এলেঙ্গা হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের মোট ৫১ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় হতে নলকা পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের মোট ১৪ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এ সরকারের আমলে হাটিকুমরুল হতে ঈশ্বরদী হয়ে ভেড়ামারা পর্যন্ত ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের মোট ৮২ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি নদীতে নদী-ক্রসিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ সকল নদী-ক্রসিং ২০১২ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে বনপাড়া হতে রাজশাহী পর্যন্ত ১২ ইঞ্চি ব্যাসের মোট ৫৩ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনটি নদী-ক্রসিং-এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় রাজশাহী মহানগরীতে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব হবে। পদ্মা নদীর নীচ দিয়ে দুই কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে এবং তা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশে এটাই হবে দীর্ঘতম নদী-ক্রসিং পাইপ লাইন। সেমুতাং হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬৫ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সেমুতাং থেকে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

গভীর সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান ঃ গভীর সমুদ্রে তৈল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য পিএসসি আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার/পেট্রোবাংলা ২টি ব্লকের জন্য কনোকো ফিলিপস্ এর সাথে পিএসসি স্বাক্ষর করেছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতায় সেই সময়ে প্রায় অচিন্তনীয় যে সামুদ্রিক অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান কাজের জন্য চুক্তির স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা' নতুন মাত্রা লাভ করলো। এর ফলে, ১০০০-১৫০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন পানিতে তথা উত্তাল গভীর সমুদ্রে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধানের যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা প্রয়োজন তা শুধু বাংলাদেশের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করবে না একই সঙ্গে গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধান কর্মকান্ড বাংলাদেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে। বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্র সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে মিয়ানমারের সাথে আন্তর্জাতিক সালিশি প্রক্রিয়ার রায় আমাদের পক্ষে এসেছে। এ বিজয়ের ফলে গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধানের জন্য আন্তর্জাতিক সালিশ আদালতের রায় বাংলাদেশের সার্বভৌম দাবী রক্ষার অঙ্গীকার হিসেবে কাজ করবে। ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান বিরোধের রায়ও বাংলাদেশের অনুকূলে আসবে বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা। গভীর সমুদ্রে তৈল/গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা মাত্র।

উপসংহার ঃ বিশ্ব পরিমন্ডলে জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয়টি বর্তমানে ক্রস রোড অতিক্রম করছে। দীর্ঘ মেয়াদী জ্বালানী উৎস সন্ধান ও নিরাপত্তা বিধানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোই হিমশিম খাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে জ্বালানী উৎসের সন্ধানে বিশ্ব দরবারে দারস্থ হতে হলে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ কতটুকু কন্টকাকীর্ণ হতে পারে তা যে কোন সচেতন ব্যক্তির নিকটই অনুধাবনযোগ্য। জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধু যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন সেই ভিতে রচিত সোপানে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমগ্র জাতি আজ জাতির জনকের সেদিনের ওই অবদান স্মরণ করছে এবং তাঁর ঐতিহাসিক কাজের সুফল ভোগ করছে। পেট্রোবাংলা তথা সমগ্র জ্বালানি সেক্টর তাঁর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে এবং তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জ্বালানি মন্ত্রণালয়সহ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। আশা করা হচ্ছে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে জ্বালানি সেক্টর অতি দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং অতীতের জঞ্জাল পরিমার্জন করে নূতন প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল ডিজিটাল সোনার বাংলা উপহার দেবেন। পেট্রোবাংলা জাতির জনকের রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ শ্রাবণ ১৪১৯
০৯ আগষ্ট ২০১২

বাণী

দেশের জ্বালানী খাতের উন্নয়নে ৯ আগস্ট একটি ঐতিহাসিক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগষ্ট বিদেশী কোম্পানীর ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করে এগুলোকে রাষ্ট্রীয় খাতে আনেন। জাতির পিতার দূরদর্শী পদক্ষেপ স্মরণীয় করে রাখতে ৯ আগস্টকে 'জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের জ্বালানী খাতের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। আমরা নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্রের আবিষ্কার ও কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করেছি। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। জনগণ ইতোমধ্যেই আমাদের এ সকল উদ্যোগের সুফল পেতে শুরু করেছেন।

আমি 'জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস' উপলক্ষে অমূল্য এ জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সকলকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানাই।

আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে জ্বালানী খাতে দেশের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানী লিমিটেড'-এর নিকট হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ক্রয় করা হয়েছিল। এ পটভূমিতে জ্বালানী খাতে দেশের অগ্রযাত্রার ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সরকার কর্তৃক "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস" হিসেবে ৯ আগস্টকে স্থির করা হয়েছে। এ দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেশের অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসের পরিমিত ব্যবহার সম্পর্কে জনগণ ও সংশ্লিষ্ট মহল সচেতন হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতির পিতার এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত জাতীয় অর্থনীতিতে এক বিরাট ইতিবাচক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে অদ্যাবধি আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গ্যাস ক্ষেত্রগুলো অতুলনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার এ গ্যাস সম্পদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান, আহরণ ও ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে জ্বালানী খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দেশবাসীর সহযোগিতায় এদেশের আপামর জনগণের কল্যাণে একটি সময়োপযোগী জ্বালানী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব।

জ্বালানী খাতের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণ করে "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস-২০১২" উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আমি এ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি

সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দেশে বিদ্যুৎ, সার ও শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি অনেকাংশেই প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভরশীল। এছাড়াও তরল জ্বালানীর ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির স্বার্থে এ দু'টি জ্বালানীসহ অন্যান্য জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন এবং বিতরণে একটি সমন্বিত কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে জ্বালানী খাতের উন্নতি সাধনে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রতি বছর ৯ আগস্ট "জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস" পালন করা হচ্ছে।

জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তদানীন্তন শেল ওয়েল কোম্পানী-এর নিকট হতে ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর এবং কৈলাশটিলা ক্রয়ের মাধ্যমে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করেন। সময়ের সাথে সাথে এ গ্যাস ক্ষেত্রগুলোসহ পরবর্তীতে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ দেশের উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখে চলছে।

বাংলাদেশে জ্বালানী তথা প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ অফুরন্ত নয়। জ্বালানীর বহুমুখীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ও এর সংরক্ষণ নিশ্চিত করা না গেলে অদূর ভবিষ্যতে জ্বালানীর চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বড় ধরনের ফারাক সৃষ্টির আংশকা থাকবে। জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ সকল লক্ষ্য অর্জনে এ দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি দিবসটি উদযাপনে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা সাফল্য ও দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)

এনার্জি খাতের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানী সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি ও এখাতে ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) জনবলের সংকট থাকা সত্ত্বেও আন্তরিকভাবে ও সচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিইআরসি প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জনসাধারণের অবগতির জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে তা জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। একই মানদন্ডে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী বা ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের Performance মূল্যায়ন এবং আর্থিক হিসাব বিবরণী যাচাই ও বাছাই এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে Uniform System of Accounts প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন একটি পাইলট স্কিম DESCO-তে চালু করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। কমিশন 'সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা, ২০১২' এবং 'যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানী ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা, ২০১২' নামে দু'টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২২ (চ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিইআরসি "ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড, ২০১২" প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ইউটিলিটিতে প্রেরণ করেছে। এছাড়াও বিইআরসি এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড এ সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর প্রস্তাবিত রেগুলেটরী গাইডলাইন্স (Regulatory Guidelines) কমিশন অনুমোদন করেছে। এ ছাড়া, বিইআরসি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে গণশুনানির মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি করে থাকে।

বিইআরসি গত ০১ মে, ২০১২ তারিখ এনার্জি ও অন্যান্য অবকাঠামো সম্পর্কিত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান South Asian Forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর Steering Committee'র ১৯তম সভা আয়োজন করে।

এনার্জি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তার মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিশন দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে Outreach Program কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কমিশন নিয়মিত গণ-শুনানী, উন্মুক্ত সভা ইত্যাদির আয়োজন করছে। এছাড়া কমিশন এনার্জি অডিটের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানী উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানীর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল ও কেরসিন উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন এবং বিকল্প জ্বালানীর উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণ অন্যতম।

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ১৩টি কোম্পানী

ক) অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানী ঃ ১ (এক) টি
  ১. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)

খ) গ্যাস প্রোডাকশন (উৎপাদন) কোম্পানী ঃ ২ (দুই) টি
  ১. বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল)
  ২. সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

গ) গ্যাস ট্রান্সমিশন (সঞ্চালন) কোম্পানী ঃ ১ (এক) টি
  ১. গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

ঘ) গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (বিতরণ) কোম্পানী ঃ ৬ (ছয়) টি
  ১. তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)
  ২. বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (বিজিডিসিএল)
  ৩. জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)
  ৪. পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (পিজিসিএল)
  ৪. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কেজিডিসিএল)
  ৫. সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (এসজিসিএল)

ঙ) সিএনজি (রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস) কোম্পানী ঃ ১ (এক) টি
  ১. রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

চ) মাইনিং কোম্পানী ঃ ২ (দুই) টি
  ১. বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)
  ২. মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

পেট্রোবাংলার উৎপাদন/বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যকণিকা

মোট গ্যাস ক্ষেত্র	২৫টি
উৎপাদনরত গ্যাস ক্ষেত্র	১৯টি
উৎপাদনরত গ্যাস কূপ	৮৪টি
সর্বোচ্চ গ্যাস উৎপাদন (তারিখ : ৩০-০৭-২০১২)	২২৪০ এমএমসিএফডি
মোট গ্যাসের প্রাথমিক মজুদ	২৬.৭৪ টিসিএফ
মোট গ্যাস উৎপাদন (জুন, ২০১২ পর্যন্ত)	১০.৪২ টিসিএফ
বর্তমান প্রাক্কলিত গ্যাসের মজুদ (প্রমানিত + সম্ভাব্য)	১৬.৩২ টিসিএফ
বর্তমান দৈনিক চাহিদা	২৫০০+ এমএমসিএফডি
বর্তমান দৈনিক গ্যাস ঘাটতি	২৬০+ এমএমসিএফডি
বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা	২৩.৫ লক্ষ (প্রায়)
বর্তমান সরকারের সময়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি	৫৯৩ এমএমসিএফডি
কয়লা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	২১.৪
কঠিন শিলা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	৮.২১

গ্যাস উৎপাদন ঃ মহাজোট সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর ২০০৯ সাল থেকে অদ্যবধি ৫৯৩ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তন্মধ্যে ৪৯৬ এমএমসিএফডি ইতোমধ্যে পাইপ লাইনে যোগ হয়েছে এবং অবশিষ্ট গ্যাস সঞ্চালন লাইনের সীমাবদ্ধতার কারণে সরবরাহের জন্য অপেক্ষমান আছে। এছাড়া আবিষ্কৃত গ্যাস স্ট্রাকচার সুনির্দিষ্টকরণ ও নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ১১৯৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৩ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭টি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচার আবিস্কার, ৪টি অনুসন্ধান ও ১টি উন্নয়ন কূপ খনন এবং ১২টি কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ৫৪২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো সিলেটের মুচাইতে গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে দৈনিক প্রায় ১২০ মিটার ঘনফুট অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা যাচ্ছে। অপর ২টি কম্প্রেসর (এলেঙ্গা ও আশুগঞ্জ) স্থাপন করা হলে অপেক্ষমান গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে একদিকে যেমন গ্যাসের চাপ সমস্যার সমাধান হবে, অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে গ্যাস পরিবহণ সুগম হবে। দেশের একমাত্র অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানী বাপেক্স-এর কারিগরী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গভীর কূপ খননের ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি ড্রিলিং রীগ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও একটি রীগ সংগ্রহের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। গ্যাস উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রম এর সাথে ১০টি কূপ খননের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ সরকারের সময়কালে কয়লা ও গ্রানাইট পাথর উৎপাদনে কাঙ্খিত সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে গ্যাস উৎপাদন

একক ঃ বিসিএফ

সাল	পেট্রোবাংলা	আইওসি	মোট
২০০৭-০৮	৩২৭.৭৯	২৭৩.০৭	৬০০.৮৬
২০০৮-০৯	৩২৫.৬৩	৩২৮.১৩	৬৫৩.৭৫
২০০৯-১০	৩৩০.১৪	৩৭৩.৩১	৭০৩.৪৫
২০১০-১১	৩৪০.৬৫	৩৬৮.২৭	৭০৮.৯২
২০১১-১২	৩৫৩.১৬	৩৯১.০৬	৭৪৪.২২

বিগত পাঁচ বছরে গ্যাস উৎপাদন

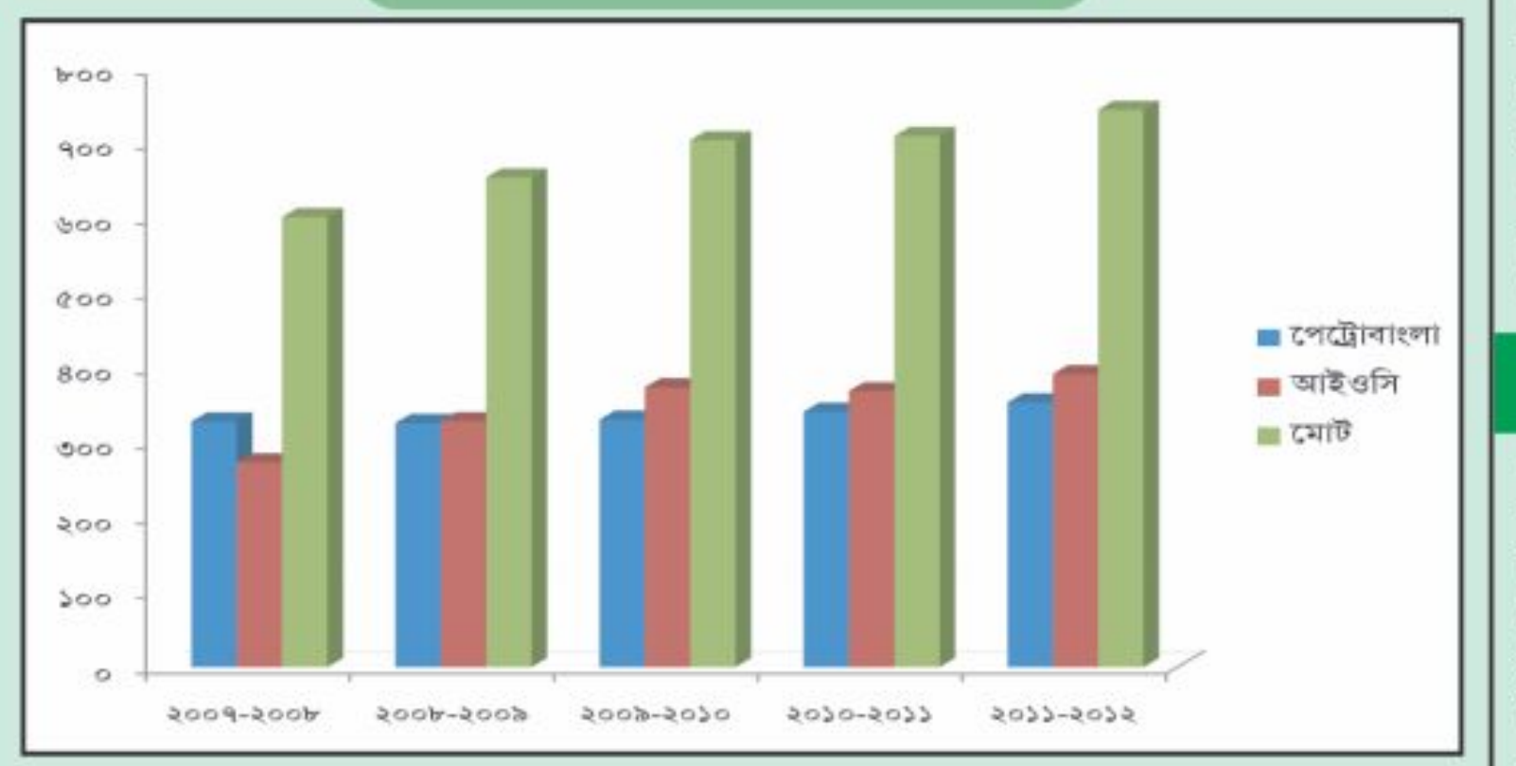

খাতওয়ারী গ্যাস ব্যবহার
অর্থবছর ঃ ২০১১-১২

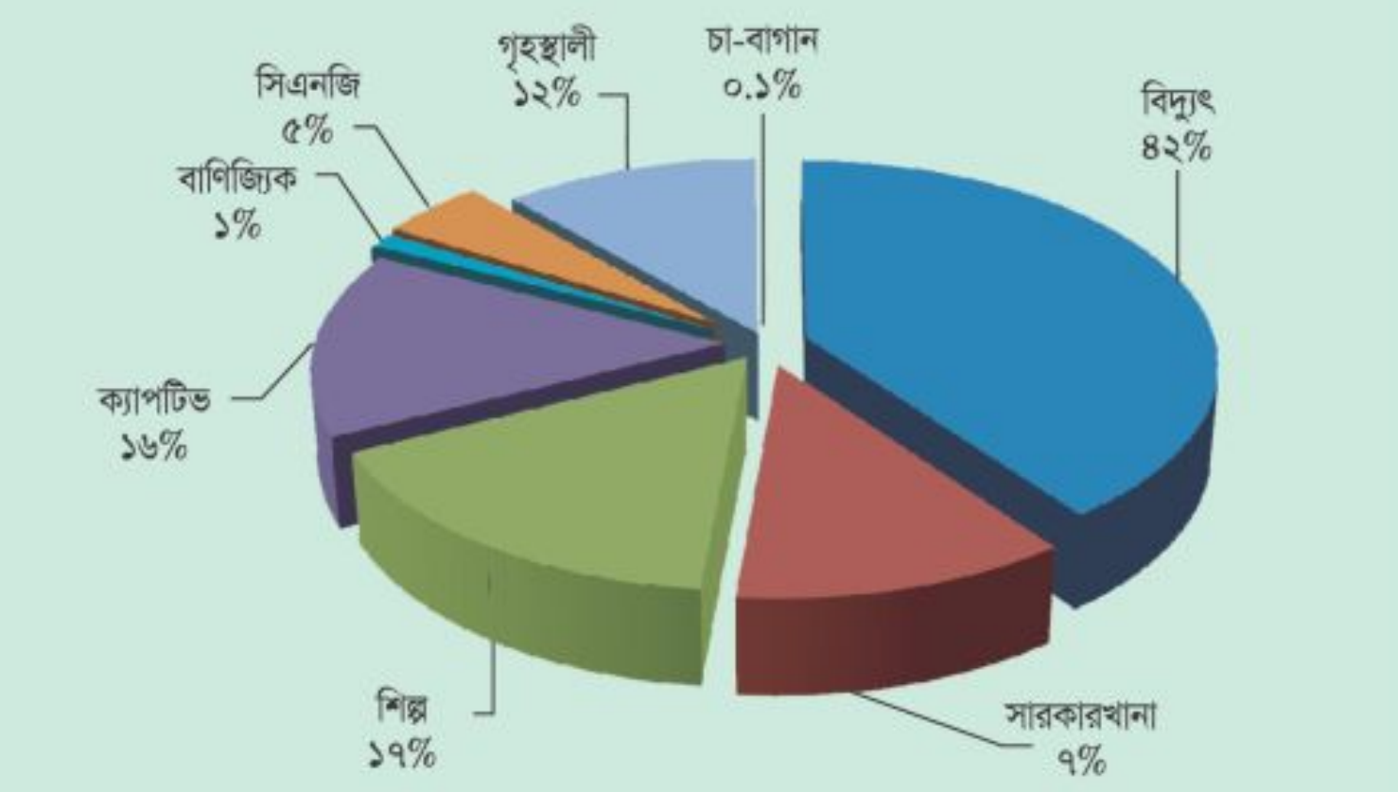

সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা ঃ প্রতি বছর গ্যাস খাত হতে সরকারি কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-১১ এ সমাপ্ত আর্থিক বছরগুলোতে সিডি ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ, আয়কর ও এসডি ভ্যাট ইত্যাদি বাবদ সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ২৮০৩ কোটি টাকা, ৩২৬৩ কোটি টাকা, ৩৯৬০ কোটি টাকা এবং ৪১৬৮ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে এ খাতে ৪৩৭৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান ঃ পেট্রোবাংলা বাংলাদেশের অধিকারভূক্ত অগভীর ও গভীর সমুদ্রে পিএসসি'র মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১১ সালে গভীর সমুদ্রে ২টি ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কনোকো-ফিলিপস এর সাথে পিএসসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড হতে সান্টোসের সাথে সম্পাদিত পিএসসি চুক্তির আওতায় গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।

উপসংহার ঃ দেশের প্রাথমিক জ্বালানীর অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। বর্তমানে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ করা হয়। এ কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের কার্যকালে ইতোমধ্যে নতুন ২টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে এবং ৫৯৩ এমএমসিএফডি গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে জ্বালানীর সহজলভ্যতা ও জ্বালানী নিরাপত্তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

দেশে জ্বালানী তেলের আমদানি, জ্বালানী তেল কোম্পানীসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং কৃষি, শিল্প, যাতায়াত, বিদ্যুৎ ও গৃহস্থালীসহ সকল ক্ষেত্রে জ্বালানী তেলের সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিপিসি ৭ (সাত) টি কোম্পানীর (পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড, ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড, এলপি গ্যাস লিমিটেড, ইস্টার্ণ লুব্রিক্যান্টস বেন্ডার্স লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিমিটেড) মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছে।

শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পরিবহণ খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের দেশে জ্বালানী তেলের সম্ভাব্য চাহিদা প্রায় ৫৮.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বিপিসি ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট ৪২.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত ও ১১.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন অশোধিত অর্থাৎ মোট ৫৪.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানী তেল আমদানি করেছে।

সদ্য সমাপ্ত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫৪.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানী আমদানী করতে বিপিসি'র ব্যয় হয় ৩৯,৫৩১.৯৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫৩.১১ কোটি টাকার ল্যুব অয়েল আমদানি ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়াও একই সময়ে অভ্যন্তরীন উৎস হতে সংস্থাটি ৬০,৩২৪.৬৭ মেট্রিক টন কনডেনসেট গ্রহণ করে। এতে স্থানীয় মুদ্রায় ২৪৬.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ বিশাল অংকের টাকার জ্বালানী তেল আমদানি/সংগ্রহ করতে বিপিসিকে আইটিএফসি এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, এইচএসবিসি ব্যাংক ও সিটি ব্যাংক এন. এ. সিন্ডিকেশন থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে। এছাড়াও সরকার গত বছরে বিপিসিকে সহজ শর্তে ৫,৮৪৯.৫০ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ২০১১-১২ অর্থ বছরে পরিশোধিত জ্বালানী তেলের গড় আমদানি মূল্য ছিল ব্যারেল প্রতি ১৩০.৫৭ মার্কিন ডলার এবং অপরিশোধিত (ক্রুড) অয়েলের গড় আমদানি মূল্য ছিল ব্যারেল প্রতি ১১২.৬৯ মার্কিন ডলার। বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের উর্ধ্ব মূল্য হওয়া সত্ত্বেও বিপিসি'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশে তেল আমদানিতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিপিসি অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিপিসি বিভিন্ন শুল্ক, কর ও মূসক ইত্যাদি বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দিয়ে আসছে। জন্মলগ্ন থেকে জুন'১২ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এ সংস্থার অবদান ৫৩,৮৩৬.৮৮ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বিপিসি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদত্ত বিভিন্ন করাদির পরিমাণ ৪,৪০০.০০ কোটি টাকা।

বর্তমানে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জ্বালানী তেলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানী তেলের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিপিসিকে অনেকগুলো স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ করতে হচ্ছে। বর্তমানে দেশে জ্বালানী তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৯.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরও ৫.২০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণসহ ইআরএল এর বিএমআরই, এসপিএম ও এলপি গ্যাস বোতলজাতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে বর্তমানে মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবিভুক্ত ৮টি সহ) বাস্তবায়নাধীন আছে। ইআরএল বিএমআরই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ইস্টার্ণ রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এসপিএম (Single Point Mooring) প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে অবস্থিত মাদার ভেসেল থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরাসরি প্রধান স্থাপনায় আমদানিকৃত জ্বালানী তেল খালাস করা সম্ভব হবে। এতে সময় ও অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে।

দেশে বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে প্রায় ২০,০০০ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া বেসরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আরও প্রায় ৬০,০০০ মেট্রিক টন এলপিজি আমদানী করে বোতলজাত পূর্বক সারা দেশে বিপণন করছে। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকটের কারণে বর্তমানে এলজিপি'র চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য সরকার মংলায় ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। এছাড়া চট্টগ্রামের কুমিরায় ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরো একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অধিকন্তু এলপিজি'র সরবরাহ পর্যাপ্ত করার লক্ষ্যে সরকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বেসরকারী পর্যায়ে আমদানী নির্ভর এলপিজি প্লান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেছে।

বিপিসি কর্তৃক পণ্যের চাহিদা ও বিক্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সুষ্ঠুভাবে বিপণন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ সময়ে দেশের কোথাও তেলের কোন সংকট বা ঘাটতি দেখা দেয়নি এবং কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধির কোন ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। দেশে বাম্পার ফলনে সহায়ক সেচ কাজের অন্যতম ও অপরিহার্য উপকরণ হচ্ছে জ্বালানী তেল। বিপিসি এই জ্বালানী তেল সেচ মওসুমসহ সারা বছর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশে সরকার নির্ধারিত মূল্যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ করে আসছে এবং দেশে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধিতে সর্বদাই সহায়ক ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর জ্বালানী তেল বিক্রয় খাতে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তূকী প্রদান করে আসছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিসহ জাতীয় অর্থনীতির কাঙ্খিত বিকাশের অন্যতম উপকরণ জ্বালানী তেল। প্রায় সম্পূর্ণ আমদানি নির্ভর এই জ্বালানী তেল কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশী-বিদেশী ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে আমদানি করা হয়। আমদানিকালে ঋণ নির্ভর এলসি খুলতে দেশী-বিদেশী আন্তঃ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় প্রায়শঃই সমস্যা দেখা দেয়, এতে কালক্ষেপণ হয়। ফলে লে-টাইমের মধ্যে জ্বালানীতেল খালাস অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব না হওয়ায় বিপিসিকে অহেতুক ডেমারেজ গুণতে হয়। এ সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সংস্থার একটি কার্যকরী মূলধন গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল একটি সংস্থায় রূপান্তরের লক্ষ্যে আমদানি মূল্যের সাথে যৌক্তিক করারোপসহ জ্বালানী তেলের আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিস্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান। জিএসবি তার কাজের ধারাবাহিকতায় বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য খনন কার্য পরিচালনা করে থাকে। ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থিক জরিপ এর তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া ও দিঘিপাড়া এবং রংপুরের খালাশপীর এ স্বল্পগভীরতায় উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র হতে ২৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা সরবরাহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

এছাড়াও মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ জেলার বাঘিয়া চান্দা বিল, বাগেরহাট জেলার কোলা মৌজায় প্রায় ১৩৩ মিলিয়ন টন শুষ্ক (Air dried) পিট কয়লা পাওয়া গেছে। এ বছর ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলায় ৪০০০ হেক্টর এলাকায় প্রাপ্ত পিট কয়লার মজুদ ও বিস্তৃতি নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং বর্তমানে এর গুনাগুন ও মজুদ নির্ণয়ের কাজ চলছে। এ পিট কয়লা দিয়ে ছোট আকারের তাপ বিদ্যুৎ প্লান্ট চালানো সম্ভব।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বর্হিঃ সমুদ্র সীমানা নির্ধারণের লক্ষ্যে জার্মানির হামবুর্গে সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালতে ১৪-০৩-২০১২ তারিখে বাংলাদেশের পক্ষে যে ঐতিহাসিক রায়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে ২০০ নটিক্যাল মাইল নিবিড় অর্থনৈতিক এলাকা (ইইজেড) এবং এর পরবর্তী মহীসোপান এলাকায় নিরঙ্কুশ অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি পেয়েছে, সেটিতে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বাংলাদেশের দাবীর পক্ষে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক তথ্য/উপাত্ত ও প্রমাণাদি সরবরাহ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে অবদান রেখেছে। এর ফলে বাংলাদেশ ১,১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার সাগর এলাকা ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

এছাড়া জিএসবি অত্যাধুনিক LiDAR প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহত্তর ঢাকা শহরের পূর্বাংশের উচ্চ রেজুলেশন ভূমিরূপ এবং Slope gradient মডেলিং এর জন্য Digital Elevation Model (DEM) এবং Digital Terrain Model (DTM) ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। ঢাকা শহরের আংশিক ত্রিমাত্রিক প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মডেলিং কাজের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য সহজবোধ্য করে Engineering Geological Map of Dhaka City এর একটি মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

জিএসবি নরওয়ের Norwegian Geotechnical Institute-এর সাথে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে বংলাদেশের Geo-hazards বিশেষ করে ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প ও বিভিন্ন ধরণের বাঁধের দৃঢ়তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে গবেষণা শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত প্রদানের জন্য Landslide Early Warning System (LEWS) স্থাপন করা হয়েছে। আগাম সংকেতের ফলে স্থানীয় প্রশাসন তথা জনগন ভূমিধ্বসের আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে জানমাল রক্ষা করতে পারবে। তাছাড়া, রাজউক এর কেরানীগঞ্জ ঝিলমিল প্রকল্প, টংগীর প্রত্যাশা প্রকল্প এবং নারায়নগঞ্জের পূর্বাচল প্রকল্প এলাকাসমূহের Shear wave velocity mapping এর মাধ্যমে ভূমিকম্প পরবর্তী প্রভাব study করা হয়েছে।

এছাড়া, জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলায় প্রায় ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ বিস্তৃত একটি বেসিনে স্তরতাত্ত্বিক তথ্য ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ৫৪২ মিটার গভীরতার একটি অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে ৩টি স্তরে ৮.৮৪ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর এবং ১টি স্তরে ১৮.২৯ মিটার পুরুত্বের সিরামিক তৈরীর সাদামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) রংপুর, দিনাজপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌর এলাকার Microseismic Zoning মানচিত্রায়নের কাজ শুরু করেছে । উক্ত মানচিত্রসমূহ ভূমিকম্প ও সুনামী প্রবণ এলাকার microseismic zonation map এবং Tsunami vulnerability map প্রস্তুতিতে সহায়তার মাধ্যমে ভূমিকম্প জনিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ১৯৭৯ সালে Earthquake Zoning Map of Bangladesh প্রণয়ন করেছে যা ১৯৯৩ সালে সংশোধন/পরিমার্জন করে জাতীয় বিল্ডিং কোডে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কাজের ফলাফল খনিজ সম্পদ এর বিস্তারিত অনুসন্ধান ও আহরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে অর্থাৎ সর্বোপরি দেশের উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগবে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর দেশের অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের জ্বালানী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সর্বদা সচেষ্ট।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রন ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ এর আওতায় খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যাতীত) এর অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারী ইজারা মঞ্জুর করে থাকে এবং এ সকল লাইসেন্স ও ইজারার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া প্রচলিত বিধিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন খনি ইজারা ও কোয়ারী ইজারা হতে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো রাজস্ব আদায় করে থাকে।

খনি সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিঃ এর অনুকূলে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন এর জন্য খনি ইজারা মঞ্জুর করে। উক্ত খনি হতে উত্তোলিত কয়লা বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দুটি প্রতিষ্ঠান রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার খালাসপীর ও দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে কয়লা অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন দিঘীপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিএমডি কর্তৃক পেট্রোবাংলার অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়া মাদারীপুর জেলার রাজৈর ও গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় পিট অনুসন্ধানের জন্য তিনটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পৃথক ৩ (তিন)টি অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর এসকল কার্যক্রম দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (বিপিআই)

জ্বালানী খাতে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট" নামের এ প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন- ২০০৪ পাশ হওয়ার পর এ প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পুনঃগঠিত হয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টির পর থেকে জ্বালানী খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে বুনিয়াদী, কারিগরি, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। সময়ের চাহিদার সাথে সাথে প্রশিক্ষণ কোর্স নতুন আঙ্গিকে প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের চাহিদা মিটানো হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ সেক্টরে দক্ষ জন শক্তি গড়ে তুলতে, বিভিন্ন সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস করে নিজস্ব জনশক্তি গঠনে এ ইন্সটিটিউট কার্যকর অবদান রাখছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক আইন ও পেট্রোলিয়াম আইনের অধীন প্রণীত নিরাপত্তামূলক বিধিবিধান প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানীর সুষ্ঠু ব্যবহার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আসছে।

বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা ১৯৯১, এলপিজি বিধিমালা ২০০৪, গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫ এবং সিএনজি বিধিমালা ২০০৫ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে যাবতীয় বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার নিরাপদে আমদানি, পরিবহন, মজুদ, ব্যবহার, নির্মাণ ও পরীক্ষণ, হ্যান্ডেলিং, এলপিজি বটলিং প্লান্ট, সিলিন্ডার নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে সিএনজি মজুদ, সংকোচন, ফিলিং ইত্যাদি বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

পেট্রোলিয়াম বিধিমালা ১৯৩৭ (১) প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ১৯৯১ (২) ক্যালসিয়াম কার্বাইড বিধিমালা ২০০৩ এর প্রয়োগের মাধ্যমে পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন/প্যাক পয়েন্ট/এজেন্সী/শিল্পকারখানায়/ডিপোতে পেট্রোলিয়াম মজুদ, পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং ও বেন্ডিং এবং স্থলযান/জলযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন সংক্রান্ত বিষয়াদি, উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইন নিরাপদে স্থাপন ও পরীক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি, এসিটিলিন গ্যাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি, নিরাপদে মজুদ ও হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজ।

বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ ও দ্রুত বিচার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত আলামত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ করে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প হিসেবে ১৯৯৯ সালে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সৃষ্টি এবং ২০০৮ সালে এটিকে স্থায়ী কাঠামোতে রূপদান করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের উপজাতসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য পন্থা নির্ধারণে Resource Assessment এবং Reserve Estimation সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী হালনাগাদকরণ, উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি, খনিজ সম্পদ সমীক্ষা ও এর শ্রেণীবিন্যাসকরণ, খনি এবং খনিজ উন্নয়ন, বিদ্যমান খনন কার্য পরিচালনার উপর সমীক্ষা ও এর উন্নয়নে সুপারিশসহ খনি আইন ও বিধিমালা সমীক্ষা এবং আবিস্কৃত কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি হাইড্রোকার্বন ইউনিট Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিস্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এছাড়াও মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহারের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনও প্রণয়ন করা হচ্ছে।

Nexusworld/Petrobangla-2012